অ্যাসাইনমেন্টঃ ব-ফলা ম-ফলা ও য-ফলা উচ্চারণ সূত্র এবং ফলাযুক্ত শব্দের উদাহরণ

অ্যাসাইনমেন্ট লেখার নির্দেশনা (সংকেত/ধাপ/পরিধি):

- ব-ফলার উচ্চারণ সূত্র লেখা।
- পুনবিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির গদ্য কবিতা থেকে ব-ফলা যুক্ত শব্দ বাছাই করে উচ্চারণ লেখা।
- ম-ফলার উচ্চারণ সূত্র লেখা।
- পুনবিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির গদ্য কবিতা থেকে বাছাই করে উচ্চারণ লেখা।
- য-ফলার উচ্চারণ সূত্র লেখা।
- পুনর্বিন্যাসের গদ্য কবিতা থেকে য-ফলা যুক্ত শব্দ বাছাই করে উচ্চারণ সহ লেখা।

ব-ফলা ম-ফলা ও য-ফলা উচ্চারণ সূত্র এবং গদ্য কবিতা থেকে বাছাইকৃত ফলা যুক্ত শব্দের উদাহরণ।

ব-ফলার উচ্চারণের সূত্র

ব-ফলার উচ্চারণের সূত্রগুলো নিচে আলোচনা করা হলোঃ

শব্দের আদিতে ব-ফলা যুক্ত হলে 'ব' অনুচ্চারিত হয়, তবে যে বর্ণ সংযুক্ত হয় সে বর্ণ উচ্চারণে একটু
শ্বাসাঘাত লাগে। যেমন- স্বামী, স্বাধীকার, জ্বলছে, দ্বিতীয়।
শব্দের শেষে বা মধ্যে ব-ফলা থাকলে সেই ব ফলা অনুচ্চারিত এবং যে বর্ণে যুক্ত সেই বর্ণ দ্বিত্ব হয়। যেমনঃ বিশ্বাস, ভূস্বামী, বিশ্ব।
উৎ উপসর্গের সাথে ব যুক্ত হলে ব উচ্চারিত হয়। যেমনঃ উদ্বেগ,উদ্বেলিত, উদ্বাস্তু,উদ্বোধন।
শব্দের মধ্যে বা শেষে বা এর সঙ্গে ব, ম এর সঙ্গে ব যুক্ত হলে ঐ 'ব' উচ্চারিত হয়। যেমনঃ সাব্বাস, আব্বা, নব্বই।
সন্ধি সূত্রে আগত 'ক' স্থলে 'গ' হলে সেই 'গ' এর সাথে যুক্ত হলে সে 'ব' উচ্চারিত।যেমনঃ দিগ্বালিকা,দিগ্বধ।
যুক্ত ব্যঞ্জন এ ব-ফলা যুক্ত হলে ব উচ্চারিত হয় না। যেমনঃ দ্বন্দ্ব, সান্তনা, উজ্জ্বল, উচ্ছ্বাস।

ম-ফলার উচ্চারণ সূত্র

ম ফলা উচ্চারণের সূত্রগুলো নিচে আলোচনা করা হলোঃ

শব্দের আদিতে ম-ফলা যুক্ত হলে সেই ম অনুচ্চারিত থাকে। যেমন স্মৃতি, স্মরণ ।
কিন্তু ম এর কারণে যে বর্ণের সাথে ম যুক্ত হয় সেই বর্ণটি একটু অনুনাসিক হয়। স্মৃতি, শ্মশান।
শব্দের মধ্যে বা শেষে ম যুক্ত হলে দ্বিত্ব হবে,শেষ বর্ণটি একটু অনুনাসিক হবে। যেমনঃপদ্মা, ছদ্মবেশ, আত্মীয়।
গ,ঙ,ট,ণ,ন,ম,ল এর সাথে যুক্ত হলে ম রক্ষিত হবে, কিন্তু দ্বিত্ব হবে না।
যেমনঃ গ্ম- বাগ্মী,যুগ্ম।
ঙ্ম- বাঙ্ময়,পরাঙ্মুখ।
ট্ম-কুট্মালিত তরু কুঞ্জে গাঁথিব মালিকা।
ন্ম- জন্ম,উন্মাদ,মৃন্ময়,।
ম্ম- সম্মানিত
ল্ম- গুল্ম,বাল্মীকি,শাল্মলী (শিমুল)।

যুক্তব্যঞ্জনের মধ্যে বা শেষে ম উচ্চারিত হয় না, দ্বিত্ব হয় না, কিন্তু নাসিক্য হয়। যেমন- যক্ষ্মা, লক্ষ্মণ।
কৃৎ ঋণ শব্দের আদিতে ম উচ্চারিত।যেমনঃস্মিতাপাতিল,সুস্মিতা,

য-ফলার উচ্চারণ

য-ফলার উচ্চারণ গুলো নিচে দেওয়া হলঃ

শব্দের প্রথমে অ-কারান্ত বা আ-কারান্ত বর্ণে য -ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণ অ্যা হয়।যেমনঃ ব্যয়, খ্যাত, ব্যাথা, ব্যাকরণ।
য-ফলা যুক্ত বর্ণের পর ই-কার থাকলে এ উচ্চারিত হয়। যেমনঃব্যক্তি
শব্দের অন্তে বা মধ্যে য-ফলা থাকলে দ্বিত্ব হবে। যেমনঃ উদ্যান,বিদ্যা, তথ্য।
মহাপ্রাণ হলে প্রথমটি অল্পপ্রাণ দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ।
হ এবং য ফলা যুক্ত হলে হ লোপ পায়। যেমনঃ সহ্য।
যুক্ত ব্যঞ্জনে য ফলা যুক্ত হলে তার উচ্চারণ থাকে না, অ রক্ষিত।যেমনঃ স্বাস্থ্য, কণ্ঠ, বন্দ্যোপাধ্যায়।
ব-ফলা ম-ফলা ও য-ফলা উচ্চারণ সূত্র এবং ফলাযুক্ত শব্দের উদাহরণ।

পূর্ণবিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির গদ্য ও কবিতা থেকে ‘ব’ ফলা যুক্ত শব্দের উচ্চারণঃ

সম্বন্ধ – শম্ বন্ ধো
অদ্বিতীয় – অদ্ দিতিয়ো
সরস্বতী – শরোশ্ শোতি
নিঃশ্বাস – নিশ্ শাশ
দাসত্ব – দাশোত্ তো
স্বস্তি – শোস্ তি
উদ্বিগ্ন – উদ্ বিগনো
সন্ধান – শন্ ধান
শ্বাপদ – শাপদ্
জ্বালা – জালা

পূর্ণবিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির গদ্য ও কবিতা থেকে ‘য’ ফলা যুক্ত শব্দের উচ্চারণঃ

ব্যতীত – ব্যাতিতো
ব্যস্ত – ব্যাস্ তো
বিদ্যা – বিদ্ দা
সহ্য – শোজ্ ঝো
প্রত্যেক – প্রোত্ তেক
শয্যাগত – শোয্ যাগত
অসাধ্য – অশাদ্ ধো
ভাগ্য – ভাগ্ গো
মিথ্যা – মিত্ থা
দিব্যি – দিব্ বি
ব্যবস্থা – ব্যাবোস্ থা
ধন্য – ধোন্ নো

পূর্ণবিন্যাসকৃত পাঠ্যসূচির গদ্য ও কবিতা থেকে ‘ম’ ফলা যুক্ত শব্দের উচ্চারণঃ

সম্মার্জনা – শম্ মারজোনা
উন্মনা – উন্ মনা
আত্মপ্রকাশ – আত্ তোঁপ্রোকাশ্
অকস্মাৎ – অকোশ্ শাঁত
সবিস্ময় – শোবিশ্ ময়
আত্মহত্যা – আত্ তোঁহোত্ তা
সম্মুখ – শম্ মুখ
আজন্ম – আজন্ মো
স্মৃতি – সৃতি
স্মরণ – শঁরোন

এই ছিল তোমাদের এইচএসসি, আলিম শ্রেণির ৩য় সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট বাংলা ২য় পত্রের বাছাইকৃত নমুনা উত্তর